কাউকে পেছনে রাখা যাবে না

নাগরিক প্ল্যাটফর্ম ব্রিফিং নোট ২৯

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

'এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ' বৈশ্বিকভাবে গৃহীত জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা-২০৩০ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত দেশের নাগরিক সমাজের একটি উদ্যোগ। ২০১৬-এর জুনে নাগরিক সমাজের বিশিষ্টজনদের উদ্যোগে এ প্ল্যাটফর্ম আনুষ্ঠানিক-ভাবে যাত্রা করে। এ প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং এ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা। এজেন্ডা-২০৩০ বাস্তবায়নের ব্যাপকতা ও চ্যালেঞ্জের দিকগুলো বিবেচনা করলে বোঝা যায়, এর সফলতার ক্ষেত্রে বহু-অংশীজনভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক সক্রিয়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম গঠিত হয়েছে এবং এর কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নে সরকারের প্রচেষ্টাকে জোরদার করার লক্ষ্যে এবং উন্নয়নের সুফল যাতে পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে পৌঁছায়, সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১২০টির অধিক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে এই প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কোভিড অতিমারির দূর্যোগপূর্ণ সময়কালে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম সক্রিয়ভাবে তার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সংলাপ সম্পর্কে

বর্তমানে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু এই উন্নয়নের সুফল সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কাছে সঠিকভাবে পৌঁছাচ্ছে কিনা এবং তারা সেটি পূর্ণাঙ্গভাবে পাচ্ছে কি না—সে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা সাধারণত দেখা যায় না। যাদের জন্য এই উন্নয়ন আয়োজন তারা স্থানীয় পর্যায়ে থেকে এই বিষয়গুলোকে কিভাবে দেখছে সেটা জানা অত্যন্ত জরুরি। আমরা লক্ষ্য করি যে, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর জাতীয় কিংবা স্থানীয় বিভিন্ন পর্যায়ে ও মঞ্চে জোরালোভাবে প্রতিফলিত হয় না। কিন্তু এটাও সুবিদিত যে, নাগরিক সমাজের অনেকেই এসকল জনগোষ্ঠীর সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে চলেছেন। এ বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিয়ে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম গত ৪ জুন ২০২২ তারিখে রংপুরে বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি এবং একইসাথে তাদের সাথে যারা ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন ও তাদের বিষয়াবলী নিয়ে চিন্তা করেন, সে সকল ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে একটি নাগরিক পরামর্শ সভার আয়োজন করে। যেহেতু নাগরিক প্ল্যাটফর্মের বিভিন্ন কার্যক্রমের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আশা- আকাঙ্ক্ষাগুলোকে জাতীয় পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা, সে লক্ষ্য থেকেই স্থানীয় পর্যায়ের নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করাই ছিল এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য।

নাগরিক পরামর্শ সভা: রংপুর

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্য হওয়া উচিত নীতিমালা ও বাস্তবায়নের পার্থক্য দূর করা

সূচনা বক্তব্য

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ-এর আহ্বায়ক ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)'র সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য তার স্বাগত বক্তব্যে 'জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের উদ্যোগ' শীর্ষক কর্মসূচিটির কথা স্মরণ করে বলেন সে সময়ও তিনি রংপুরের অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন। তখনকার তুলনায় বাংলাদেশ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়েছে, কিন্তু তবুও একটি প্রশ্ন থেকেই যায়—এই সাফল্যগুলো সমাজের সর্বস্তরে কতটুকু পৌঁছাতে পেরেছে? তিনি আরও বলেন, উন্নয়নচর্চার ক্ষেত্রে আমরা তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে গবেষণা বা বিশ্লেষণ করে থাকি, কিন্তু ২০১৫-১৬ সালের পর থেকে জেলা ও থানা পর্যায়ে পর্যাপ্ত বিভাজিত তথ্য-উপাত্ত নেই। অন্যদিকে কোভিড অতিমারির কারণে সাধারণ মানুষ নানামুখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। সমাজে যারা পিছিয়ে পড়া ও অসুবিধাগ্রস্থ মানুষ আছেন তাদের সংকট আরো ঘনীভূত হয়েছে। তারা বিভিন্ন দিক থেকে আরো পিছিয়ে পড়ছে। এর পাশাপাশি নানারকমের সামাজিক সংকট, যেমন বাল্যবিবাহের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। উপরন্তু, বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতি নানাবিধ চাপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আলোচনার সুবিধার্থে সবার কাছে প্রশ্ন রাখেন—সমাজের বিদ্যমান যে সকল বৈষম্য ছিল, সেগুলো উন্নয়নের সাথে সাথে

কি কমেছে? কোন নতুন ধরণের বৈষম্য কি সৃষ্টি হচ্ছে? এই সময়কালের সরকারের গৃহীত জনকল্যাণমূলক নীতি এবং কার্যক্রমগুলো কতটুক কার্যকর হচ্ছে? কোন বিশেষ কারণে কি নীতিসমূহের সুফল লক্ষ্যনির্দিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছানো যাচ্ছে না?

সিপিডি'র সিনিয়র রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন—উন্নয়নের চর্চা, নীতি পর্যালোচনা এবং বাস্তবায়নের অবস্থা জাতীয় পর্যায়ে আলোচিত হলেও, স্থানীয় পর্যায়ে সেভাবে হয় না। এক্ষেত্রে সার্বিকভাবে উন্নয়নের সুফল পেতে হলে তৃণমূল পর্যায়ে আরো অনেক বেশী আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। শুধুমাত্র জাতীয় গড়ের উন্নয়ন আলোচনা না করে বিভাজিতভাবে সুনির্দিষ্ট আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। তবে তথ্য-উপাত্তের ঘাটতির ফলে বিভাজিত পদ্ধতিতে আলোচনা করা এই মুহূর্তে কঠিন। বিশেষ করে রংপুর থেকে এ সকল আলোচনা শুরু করার কারণ হলো এখানে আমরা উন্নয়নের অভিঘাত দু'ভাবেই দেখি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রংপুর অন্যান্য বিভাগ থেকে এগিয়ে থাকলেও কয়েক জায়গায় আবার এখনো পিছিয়ে আছে। অন্যদিক থেকে এটাও দেখা যায় যে রংপুরের ভেতরেও বেশকিছু বৈষম্য বিদ্যমান। যেমন, রংপুরের কিছু জায়গায় গড় আয় জাতীয় গড়ের কাছাকাছি হলেও, কুড়িগ্রামে তিন ভাগের দুই ভাগ মানুষই দারিদ্র্যসীমার নিচে জীবনযাপন করছে। সেক্ষেত্রে আমাদের জানা প্রয়োজন, উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি এবং নীতি বাস্তবায়ন সেসব জায়গায় ঠিকভাবে হচ্ছে কি না। সরকারের নীতি বাস্তবায়নে অনেক সময় প্রায়োগিক দক্ষতা এবং সুশাসনের অভাব দেখা যায়। এসবের আলোকে ও নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম তৃণমূল পর্যায়ের অংশীজনদের কাছ থেকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে জানতে আগ্রহী।

ভূপ্রাকৃতিক বাস্তবতা এড়ানো যাচ্ছে না

আলোচনা থেকে জানা যায়, রংপুরের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মপুত্রসহ ১৬ টি নদী বয়ে যাচ্ছে রংপুররের ভেতর দিয়ে। এসব এলাকায় তিস্তা নদীর ভাঙ্গন ও বন্যা দেখা যায়। গত বছরেই সাতটি বন্যা মোকাবিলা করতে হয়েছিল রংপুরের মানুষদের। নদী ভাঙ্গনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে যে সকল আইনগত এবং নীতিগত ব্যবস্থাসমূহ আছে সেসব প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। নদী ভাঙ্গনের ফলে সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক প্রভাব ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়। যেমন, নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় বাল্যবিবাহের হার তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায়। শুধু তাই নয়, ভাঙ্গন এবং বন্যার পাশাপাশি খরাও রংপুরের মানুষদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক চাপের মধ্যে ফেলে দেয়। ২০২১ সালে এ ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে নানা সমস্যা দেখা দেয়। সুতরাং ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ফলে এই এলাকাগুলোতে মানুষ পিছিয়ে পড়ছে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে স্থানীয় মানুষেরা বলেন, নদী ভাঙ্গনে মানুষের জীবন-জীবিকার উপর বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাব কমিয়ে আনার একটি অন্যতম উপায় হচ্ছে সুনির্দিষ্ট এবং সঠিক আইন প্রণয়ন। অনেক অংশগ্রহণকারী নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকার মানুষের জমি পুনরুদ্ধার, আর্থিক সাহায্য এবং পুনর্বাসন এর ব্যবস্থা নিয়ে আইন তৈরী করার প্রস্তাব করেন। তারা আশা প্রকাশ করেন যে, জনপ্রতিনিধিরা তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব জনস্বার্থের কথা চিন্তা করে পালন করবেন। তাহলে এই সমস্যা অনেকাংশে সমাধান হতে পারে।

সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের সংগ্রামের অবসান এখনো অনেক দূর

রংপুরে বিভিন্ন স্থানে সাঁওতাল, মুন্ডা, ওরাওঁ, রাজবাসী, কৈবর্ত, কোচ, হরিজন, দলিত, এবং হিজড়া জনগোষ্ঠীর মানুষদের বসবাস। আলোচনায় উপস্থিত আদিবাসী ও দলিত সমাজের প্রতিনিধিরা মনে করেন, গত ১২ বছরে তাদের এলাকায় সমানভাবে উন্নয়ন হয়নি। প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে এখনো তারা অনেক দূর্বল; প্রতিনিধিত্বের সুযোগ তাদেরকে সমান ভাবে দেওয়া হচ্ছে না। ইতিবাচক দিক হলো নাগরিক সমাজে এবং সরকারি

আমলাদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক একটি পরিবর্তন পরিলক্ষণ করা যায়, কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে সেটা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বিচারহীনতা এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাহীনতার ফলে আদিবাসী জনগোষ্ঠী মনে করেন তাদের ন্যায্য অধিকারগুলো এখনো প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি, ফলে সমস্যাগুলোর স্থায়ী সমাধান করা যায়নি।

আলোচনায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তাহীনতার পরিচয় পাওয়া গেলো সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর জমি রক্ষা করার সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে। ঐতিহাসিক সাঁওতাল ভূমির উপরে এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন (ইপিজেড) করার প্রস্তাব এসেছিলো। তার বিরুদ্ধে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী একটি আন্দোলন করেছিলেন। সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর গ্রামে অগ্নিকান্ডের ঘটনা আমরা জানি। কিন্তু সেই আন্দোলনের ১৬ দফা দাবি কতটা গ্রহণ করা হয়েছে, সেটা নিয়ে এখনো পর্যন্ত প্রশ্ন রয়ে গেছে এবং তার কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

আদিবাসীসহ অন্যান্য জনগোষ্ঠীর পিছিয়ে পরা মানুষদের এগিয়ে আনার জন্য বিশেষ কর্মসূচির প্রয়োজন আছে। উদাহরণ হিসেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে দলিতদের জন্য এক শতাংশ কোটা নির্ধারিত রয়েছে। যেমন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ৬০টি সিট আছে। দলিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান শিক্ষা ও অন্যান্য সুযোগের অভাবে এই নির্ধারিত কোটার সিটগুলো পূরণ হয় না। শুধু কোটা সংরক্ষণ নয়, তাদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি হিসেবে শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের সমস্যা রয়ে গেছে। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি তাদের কাছে ঠিকভাবে পৌঁছাচ্ছে না। তাদের মধ্যে স্কুল থেকে বাদ পড়ার হারও অনেক বেশি। হরিজন জনগোষ্ঠীর মানুষ পরিচ্ছন্নতা কর্মী হিসেবে সিটি কর্পোরেশন কর্মরত আছেন, কিন্তু তাদের বেতনভাতা বাড়ছে না। যে বেতন তারা পেয়ে থাকেন তা দিয়ে সম্মানযোগ্য ন্যূনতম মানসম্পন্ন জীবনযাপন করা সম্ভব নয়।

তবে, একটি ইতিবাচক দিক হলো, স্বাধীনতার পর গতবছর প্রথমবারের মতো সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর একজন ব্যক্তি চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে বিজয়ী হন। ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের মনোয়ন পেয়ে তিনি নির্বাচনে অংশ নেন। উল্লেখ্য যে, সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভোটে তিনি বিজয়ী হন। এর অর্থ হলো, তিনি আদিবাসী পরিচয় নিয়েই জনপ্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে নিতে পেরেছেন, যেটা সামাজিক চিন্তাধারার প্রগতির সূচক হিসেবে দেখা যায়। গত কয়েক বছরে ১৮ জন ব্যক্তি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন, তবে তিনিই তাদের মধ্যে প্রথম বিজয়ী।

আলোচকরা বলেন, হিজড়া জনগোষ্ঠীকে নাগরিক স্বীকৃতি দেয়া সত্ত্বেও অনেকেই পুরোনো সামাজিক মানসিকতা থেকে বের হতে পারছেন না। এ সকল সামাজিক কাঠামো ভাঙার লক্ষ্যে আরো বেশী কাজ করা উচিত। নারী অধিকারের ক্ষেত্রে যদিও আগের চেয়ে দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন হয়েছে কিন্তু আইনি অধিকারের বাস্তবায়ন এখনো করা যাচ্ছে না। স্থানীয় পর্যায়ে এই সমস্যাগুলো সমাধান করতে জনপ্রতিনিধিরাও কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এই আলোচনার মাধ্যমে জানা যায়, গত ১২ বছর সমাজের ইতিবাচক মানসিকতার পরিবর্তন এখনো রাজনৈতিক নেতৃত্বে প্রতিফলিত হচ্ছে না। উদাহরণ হিসেবে অনেকে বলেন, কিছুদিন আগেই একজন নারীকে নির্যাতন করা হয়। যদিও স্থানীয় নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে ন্যায়বিচারের জন্য জোরালো ভাবে আহ্বান এসেছে কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের থেকে সুনির্দিষ্ট কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। সামাজিক মানসিকতার যে সামান্য পরিবর্তন হয়েছে তার ফলে হয়তো সামাজিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু আইনের প্রয়োগ এখনও দুর্বল।

সরকারি উদ্যোগগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন প্রয়োজন

সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না। যে ব্যক্তির এই কার্যক্রমের আওতাভুক্ত হওয়া প্রয়োজন সে না হয়ে অন্যরা তালিকাভুক্ত হন যাদের এই সুরক্ষা প্রয়োজন নেই। বিতরণের তালিকা ঠিক মতন প্রস্তুত করা হয় না। এটি ইচ্ছাকৃতভাবেই করা হয় বলে অনেকে মন্তব্য করেন। বিশেষ করে ভাতা বণ্টনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের অনিয়মের কথা আলোচনায় উঠে আসে। যদিও যে পরিমাণ ভাতা দেয়া হয় তা দিয়ে বর্তমানে শোভন জীবনযাপন সম্ভব নয় বলেও অনেকে মনে করেন। শুধুমাত্র আর্থিক সহায়তাই যথেষ্ট নয়, সরকারি বিভিন্ন প্রশিক্ষন কর্মসূচিতেও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদের বিশেষ সুবিধা দিতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে সঠিক নেতৃত্ব এবং সুশাসনের অভাব একটি বড় অন্তরায় বলে অনেকেই মত প্রকাশ করেন। তারা বলেন, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য শুধুমাত্র ভাতা প্রদান একটি কার্যকরি ব্যবস্থা হতে পারেনা। যদিও বর্তমান নীতিতে এ বিষয়টিকে মাথায় রেখে অনেক ধরনের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে, বাস্তবে কতটুকু কার্যকর হচ্ছে সেটা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। যেমন প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তবে তার ফলে চাকরির সুযোগ খুব একটা বেড়েছে তা বলা যাচ্ছে না। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পরে সেসকল প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের কি হবে তা নিয়ে ভাবা হচ্ছে না।

নীতি নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নের আঞ্চলিক বৈষম্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিছু কিছু এলাকায় নীতি নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, তবে সব এলাকায় তা সমানভাবে পৌঁছাতে পারেনি। রংপুরের জন্য সরকারের বিশেষ কোনো প্রকল্পের বা মেগাপ্রজেক্টের পরিকল্পনা এই মুহূর্তে নেই, যা নিয়ে অনেকেই আক্ষেপ প্রকাশ করেন। এর পাশাপাশি অনেকের বক্তব্যে উন্নয়ন এবং উন্নতির মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হয়। আলোচকরা বলেন, যদিও প্রায় সব ক্ষেত্রেই উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে, তবে একইসাথে সাধারণ গড় উন্নয়নের আলোচনায় বেশকিছু অসামাঞ্জস্যতাও লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠছে।

রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকার পয়োঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা এবং পরিচ্ছন্নতার বিষয় নিয়ে আলোচনার একপর্যায়ে একজন বক্তা বলেন, রংপুরে সর্বসাধারণের জন্য পাবলিক টয়লেটের অভাব রয়েছে, নতুন পাবলিক টয়লেট স্থাপনের সময় নারীদের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিকে মাথায় রাখা উচিত। জনস্বাস্থ্যের চাহিদার কথা বিবেচনা করলে রংপুরে বড় ধরণের বিনিয়োগ লাগবে বলে অনেকেই মন্তব্য করেন। কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ স্বাস্থ্যসেবার ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে বলে অনেকেই জানান। যদিও তারা বলেন শুধুমাত্র কমিউনিটি ক্লিনিকই পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠীদেরকে সাহায্য করার জন্য যথেষ্ট নয়। যথাযথ স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আগামীতে আরো বেশী জোর দিতে হবে বলে অনেক অংশগ্রহণকারীই মনে করেন।

বক্তারা সরকারের গৃহীত অনেক প্রকল্পের প্রশংসা করে সেগুলোর ইতিবাচক ফলাফল নিয়েও আলোচনা করেন। যেমন, গঙ্গাচড়া শেখ হাসিনা সেতু এবং শেখ হাসিনা ধরলা সেতু উদ্বোধনের পর যোগাযোগ এবং পরিবহন অবকাঠামোর উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। অন্যদিকে চা এবং সূর্যমুখী চাষের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হচ্ছে, যা তামাক চাষের পাশাপাশি রংপুরের কৃষকদের আয়ের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে। নীলফামারী, দিনাজপুর এবং কুড়িগ্রামে সূর্যমুখী চাষ করা হচ্ছে; বাংলাদেশে সূর্যমুখী তেলের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কৃষকরা সে সুযোগ নিচ্ছে। একইভাবে তুলার চাষও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নাগরিক সমাজ আগের মতন শক্তিশালী প্রভাব রাখতে পারছে না

সরকারি নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সংগঠনগুলোকে যুক্ত না করলে সফল ভাবে নীতি বাস্তবায়ন করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। অনেকে মন্তব্য করেন যে, দক্ষতার অভাবের কারণে ছোট এনজিওগুলো টিকে থাকতে পারছে না, যার ফলে টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। অন্যদিকে, বড় এনজিওসমূহ দীর্ঘমেয়াদী কাজের চেয়ে প্রজেক্ট-ভিত্তিক স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রমে বেশী জড়িত হচ্ছে।

অন্যদিকে, প্রকল্প সাহায্য মানুষের সুনির্দিষ্ট চাহিদা ও সমস্যাসমূহকে সঠিকভাবে ধরতে পারছে না। সরকারি সাহায্যও সঠিক সময়ে ও সঠিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদের কাছে পৌঁছায় না। সরকারের পক্ষে থেকে এনজিও পর্যবেক্ষণের ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা হয়। উদাহরণ হিসেবে অনেকে বলেন তৃণমূল পর্যায়ে এনজিও পর্যবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের কাছে থেকে সঠিক সাহায্য পাওয়া যায় না।

কিছু অংশগ্রহণকারী অভিমত প্রকাশ করেন যে, সরকার ও এনজিও যখন একসাথে কাজ করেছে, তখন রংপুর বিভাগে ব্যাপক উন্নতি হয়েছিল। এই সম্পৃক্ততার মধ্য দিয়েই টেকসই উন্নয়ন সম্ভব-এমন মন্তব্য আলোচনায় উঠে আসে। সেক্ষেত্রে তথ্যের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে অনেক মনে করেন। বেসরকারি সংস্থার জন্য সাম্প্রতিক সময়ে বড় একটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বৈদেশিক অর্থায়ন কমে যাওয়া। বিশেষ করে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম যারা পরিচালনা করে না, তাদের জন্য অর্থায়ন সংগ্রহ করাটা ক্রমান্বয়ে কষ্টকর হয়ে পড়ছে। এই সমস্যার সমাধান হিসেবে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে এনজিওদের জন্য সুনির্দিষ্ট খাত রাখার কথা অনেকেই প্রস্তাব করেন। কিন্তু এর বিরোধিতা করে অন্যরা বলেন যে এর ফলে দুর্নীতি বেড়ে যেতে পারে। তবে অধিকাংশ বক্তার মতে বৈদেশিক অর্থায়নের উপর নির্ভরশীল না থেকে নিজস্ব অর্থায়নের উপর ভিত্তি করে কিভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় তার উপায় বের করে নিতে হবে।

কোভিড-এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবগুলোর ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে

রংপুর অঞ্চলে টিকা প্রদান অনেকাংশে সফল হয়েছে। জনসংখ্যার অনুপাতে টিকা প্রদান করার হার রংপুরে বেশ ভালো; দ্বিতীয় ডোজ প্রদানের হারে ৮টি বিভাগের মধ্যে রংপুরের দ্বিতীয় অবস্থান। বিশেষ করে, গাইবান্ধা, নীলফামারী, পঞ্চগড় এবং রংপুরে দ্বিতীয় ডোজ প্রদানের হার জাতীয় গড় (৬৯ শতাংশ) থেকে বেশ উপরে ছিল। যদিও, তৃতীয় ডোজের ক্ষেত্রে রংপুর বিভাগ জাতীয় গড়ের চেয়ে ৪ শতাংশ পিছিয়ে আছে। দেখা যায়, তৃতীয় ডোজ প্রদানের ক্ষেত্রে দিনাজপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, এবং রংপুর তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে আছে।

অনেকেই বলেন যে, অতিমারির জন্য যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থার উপর যেই প্রভাব সেটা নিয়ে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষ সবচেয়ে বেশি চিন্তিত। বিশেষ করে, ডিজিটাল বৈষম্যের কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা পিছিয়ে পড়ছে। তাছাড়া, অতিমারি চলাকালীন এবং তৎপরবর্তীতে বাল্যবিবাহের হার বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। অনেকেই বলেন যে, বাল্যবিবাহকে আর্থিক এবং শারীরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উপায় হিসেবে দেখা হয়।

গত দশ বছরে রংপুরে শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি করেছে। ২০১৯ সালে রংপুরে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির হার ছিল ৮৬ শতাংশ এবং মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে রংপুরের চেয়ে ভালো অবস্থায় ছিল শুধু ঢাকা, চট্টগ্রাম, এবং ময়মনসিংহ। রংপুর বিগত দশ বছরে অপ্রাপ্ত বয়সে গর্ভধারণও ব্যাপক ভাবে কমিয়ে এনেছিল। সেই জায়গা

থেকে কোভিড এর কারণে যতটুক অবনতি হয়েছে তা দৃশ্যমান এবং দুর্ভাগ্যজনক। শিক্ষার ক্ষেত্রে এখন আরো বেশী নজর দেওয়া অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। এছড়াও বেকারত্ব রংপুর অঞ্চলের একটি বিশাল সমস্যা, যা অতিমারির পর আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে যুব বেকারত্ব সমগ্র বাংলাদেশের মতোই রংপুরেও ব্যপকভাবে দৃশ্যমান। তার চেয়েও বড় সমস্যা নারীদের মধ্যে বেকারত্বের উচ্চ হার। সামাজিক বাধার ফলে নারীরা এগিয়ে যেতে পারছে না। অতিমারির কারণে এসকল সমস্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশে এই মুহর্তে মূল্যস্ফীতির হার আশংকাজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণে পিছিয়ে পরা মানুষদের জীবনযাত্রার মান আরো কমে যাচ্ছে। কৃষি কাজের সাথে জড়িত মানুষদের ওপরে এর অতিমাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। মাছচাষিরাও এই অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব থেকে মুক্তি পান নাই।

উপসংহার

গত দশ বছরে অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশে বৈষম্য কমে এসেছে। তবে, যতটুকু অগ্রগতি হওয়া সম্ভব ছিল, তা হয়নি। আবার এর সাথে, ডিজিটাল বৈষম্যের মত কিছু নতুন বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, নৃগোষ্ঠীদের দীর্ঘস্থায়ী কাঠামোগত সংকট, সরকারি এবং রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর দুর্বলতা, নাগরিক সমাজের ভূমিকা সীমিত ও সংকুচিত হয়ে আসা এবং অতিমারির প্রভাব এসকল কারণে উন্নয়নের ধারা সমাজের সকল অংশীজনের কাছে কাঙ্ক্ষিত ও প্রয়োজনীয় মাত্রায় পৌঁছাতে পারেনি, এর ফলে উন্নয়ন নীতি ও বাস্তবায়নের মধ্যে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। এ ঘাটতি বহুমাত্রিক। সবার সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এ ঘাটতি কমিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা।

ব্রিফিং নোট প্রস্তুত করেছেন: হৃদয় শওকত আলী

সিরিজ সম্পাদনায়: অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

সহযোগী সম্পাদক: অভ্র ভট্টাচার্য

আয়োজক

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

সহযোগিতায়

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE
HEKS EPER Bread for all.
Manusher Jonno Foundation
TRANSPARENCY INTERNATIONAL BANGLADESH Social movement against corruption
WaterAid
UNDP

www.bdplatform4sdgs.net BDPlatform4SDGs Citizen'sPlatformforSDGsBangladesh BDPlatform4SDGs

নভেম্বর ২০২২

সচিবালয়: সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা

ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৪৮১১৮০৯০ । ওয়েব: www.bdplatform4sdgs.net । ই-মেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net